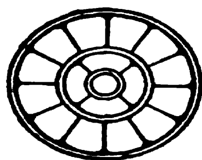


ভাবী কালে

শ্রীমা

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি

অনুবাদক :
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রথম মুদ্রণ :
সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
মুদ্রাকর : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরি

W. D. 373—'50—500

ভাবী কালে

ব্যক্তিগণ

"সে"
কবি
সূক্ষ্মদর্শী গায়িকা
চিত্রকর
বাল্যসখী

পর্দা যখন উঠল দেখা গেল "সে" আর তার বাল্যসখী দুজনে সোফায় বসে পাশাপাশি

"সে"

কি সৌভাগ্য আমার, দেখা করতে যে এসেছ, এতদিন পরে··· আমি ত ভাবছিলেম একেবারেই ভুলে গিয়েছ আমায়।

বাল্যসখী

কি যে বল, তা হয় কখন? তবে তুমি কোথায় যে চলে গেলে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলাম না, কোন সন্ধানও কিছু মিলল না। যাক এতদিন পরে ত দেখা হল আবার; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য— তুমি বিবাহিতা!···অদ্ভুত কথা, বিশ্বাস হয় না।

"সে"

তা বটে, ব্যাপারটি অদ্ভুত আমারও কাছে কম নয়।

বাল্যসখী

বুঝেছি···কি ব্যঙ্গই না করে তুমি বলতে, বিবাহ হল "উৎপাদন-উপভোগ কোম্পানী," আমার তা বেশ মনে আছে। আর মানুষের মধ্যে

ভাবী কালে

পশুটিকে যা-কিছু ব্যক্ত করে ধরে, কি ঘৃণাই না ছিল তোমার সে-সবের উপর। কি ভঙ্গি করেই না তুমি বলতে: "স্তন্যপায়ী জানোয়ার হয়ে আর কাজ নেই আমাদের"...

"সে"

তা ঠিক, চলিত ধারণা, সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে রহস্য আমার খুবই ভাল লাগত। তবে একথাও ন্যায্যত তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে সত্যকার ভালবাসার বিরুদ্ধে আমি কখন কিছু বলি নি, অর্থাৎ যে ভালবাসার উৎস হল অন্তরের মিল, পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ঐক্য। আমি চিরকাল সেই মহা-প্রেমের স্বপ্ন দেখে এসেছি, যাতে দুজনাকে এক করেছে অথচ যাতে নেই পাশব বৃত্তি; যে মহা-প্রেম রয়েছে সৃষ্টির মূলে, তাকে স্থূলের মধ্যে প্রতিফলিত করে ধরে এমন একটা কিছু বস্তু। এই স্বপ্নই আমার বিবাহের মূল হেতু। কিন্তু অভিজ্ঞতাটি খুব সুখের হয় নি। আমি ভালবেসেছি অনেকখানি, আন্তরিকভাবে তীব্রভাবে, কিন্তু আমার ভালবাসা যে-সাড়া প্রত্যাশা করেছিল তা পায় নি...

সখী

ভাই, বেচারী!...

"সে"

না তোমার সহানুভূতি কাড়বার জন্যে এ কথা আমি বলিনি।

ভাবী কালে

কোন সহানুভূতির প্রয়োজনই নেই আমার। আজকার এই যে জগৎ তার মধ্যে আমার স্বপ্ন ফলবার নয়— তা সম্ভব হতে পারে এক যদি মানুষের প্রকৃতি বেশ কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। যাক, অন্যদিক দিয়ে কিন্তু সঙ্গী-সাথী হিসাবে আমাদের দুজনার মধ্যে বেশ মিল রয়েছে ; তাহলেও নিজের নিজের দিক দিয়ে আমরা রয়ে গেছি নিঃসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে। পরস্পরের শ্রদ্ধাসম্মান রেখে, পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধা দেখে চলায় একটা স্বস্তি এনে দেয় বটে, জীবনের ভার অনেক লাঘব হয় তাতে, কিন্তু এর নাম কি সুখ ?...

সখী

অনেকের পক্ষে তাই হয়ত সুখ।

"সে"

তা বটে। কিন্তু কখন কখন জীবন এমন শূন্য বোধ হয়—এই শূন্যকে ভরাট করবার জন্যেই নিশ্চয় আমি নিজেকে একান্তভাবে আন্তরিকভাবে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছি আমার এমন অনুপম ব্রতটির মধ্যে—মানুষের দুঃখ লাঘব করা, তার যে সামর্থ্য সব, তার যে সত্যকার লক্ষ্য, তার যে অন্তিম রূপান্তর সে সম্বন্ধে তাকে সজাগ করে তোলা।

সখী

বুঝলাম, একটা বৃহৎ একটা অসাধারণ কিছু তোমার জীবনকে

চালিয়ে নিয়েছে, কিন্তু ঠিক কি, তা ধরতে পারছি না, জিনিষটি কেমন রহস্যের বোধ হয়।

"সে"

তা বটে, তোমাকে বুঝিয়ে বলা আমার উচিত। তবে কিছু বিশদভাবে বলতে হবে, তাই সময় দরকার। আচ্ছা, ধর তোমার বাড়ীতে যাই যদি, কি বল ?

সখী

চমৎকার। ভারী খুসী হব আমি। কখন তবে আসছ ? আজই, আসবে ত ?

"সে"

সানন্দে। আমি গভীর তৃপ্তি পাই এই অনুপম সাধনার কথা লোককে জানাতে—আমাদের জীবনের ধারা, আমাদের ইচ্ছার গতি চলেছে ত এই সাধনার নির্দ্দেশে। যাহোক, একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হচ্ছে জায়গাটা। আমার স্বামী বেড়াতে গিয়েছেন, ফিরে এসে হাতের কাছে সব যেন পান। তিনি যখন তাঁর কাজ আরম্ভ করবেন, তখন আমি বের হতে পারি, তোমার সঙ্গে তখন গিয়ে দেখা করতে পারি।

সখী

বেশ, তাই ঠিক হল তবে। আসি এখন ?

ভাবী কালে

"সে" সখীকে সঙ্গে করে দরজা পর্য্যন্ত এল তারপর ফিরে এল লিখবাব টেবিলের কাছে, তার উপব বই কাগজ লিখবার সরঞ্জাম যা-কিছু দরকার গুছিয়ে রাখলে, টেবিলের উপর ফুলদানিতে কিছু ফুলও রাখলে। তারপর চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখলে সব ঠিক আছে কি না, অমনি তখন শব্দ শোনা গেল তালাব মধ্যে চাবি ঘুরল

"সে"

এই যে এলে তবে (কবির প্রবেশ, প্রীতিভরে তার দিকে এগিয়ে), মনের মত হল ত বেড়ান ?

কবি

(অন্যমনস্ক) হুঁ্যা, তা বেশ হল। (চেয়ারের উপর টুপী রেখে) আমার কবিতাটির উপসংহার পেয়ে গেছি, বেড়াতে বেড়াতে এসে গেল। বাস্তবিক খোলা হাওয়ায় চলাফেরা করলে প্রেরণা সহজেই আসে। তাই তবে, ঐ রকমটাই হবে মনে হচ্ছে। আমার কাব্যের পরিশেষ হল একটা মহাবিজয়ের গান, মানুষের মহত্ত্ব-কীর্ত্তন, মানুষ যখন ফিরে পেয়েছে ক্রমপরিণতির ফলে তার আদি উৎসগত চেতনা, সেই সঙ্গে পেয়েছে আবার যা-কিছু করতে সমর্থ সে তার জ্ঞান এবং কার্য্যত তা করবার শক্তি। আমি তার বর্ণনা দিয়েছি—সে চলেছে ঐক্যের মহা-আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে, পৃথিবীর উপর অমৃতত্ত্বসিদ্ধির অভিমুখে। কি সুন্দর জিনিষ হবে, সত্যসত্যই তা হবে সার্ব্বভৌম—নয় কি ?

ভাবী কালে

আর না, শিল্পসৃষ্টি যেন আর কুৎসিতের, পরাজয়ের পক্ষ হয়ে সাক্ষ্য না দেয়।...কি সুখেরই না হবে সে দিন—যে দিন কাব্য, চিত্র,' সঙ্গীত প্রকাশ করবে শুধুই সৌন্দর্য্য বিজয় আনন্দ, এমনি করে তারা পথ উন্মুক্ত করে ধরবে ভাবী সিদ্ধির দিকে, ডেকে আনবে সেই জগৎ যেখানে নেই আর মিথ্যা, নেই বেদনা, নেই কদর্য্যতা, নেই মৃত্যু...কিন্তু যতদিন তা না হয় ততদিন কত দুঃখ না মানুষের ভাগ্যে, কি দৈন্য, কি যন্ত্রণা, কি দুঃসহ নিঃসঙ্গতা। উঃ! কি দারুণ! প্রত্যেককে তার নিজের ভারা নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে চলতে হবে, ইচ্ছায় আর অনিচ্ছায়। (চিন্তায় মগ্ন)

"সে"

(কাছে এসে, প্রীতিভরে তার বাহুর পরে হাত রেখে) তা যাক। এখন কাজ সুরু করে দাও। তুমি জান ত ঐ হল তোমার বিষাদের একমাত্র ওষুধ। তুমি তোমার প্রেরণায় মন দাও, আমি একটু ঘুরে আসি। বন্ধুনীকে কথা দিয়েছি বিকেলটা তার ওখানে থাকব, ও শুনতে চায় আমাদের জীবন চলে যে অনুপম সাধনার ধারায় তার কথা কিছু। এই মহা-সত্যটি সম্বন্ধে লেখা দুচারখানি পাতাও পড়াশুনা করবো দুজনে। এ বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে আমাদের দুজনেরই পরম আনন্দ। তবে এতে অনেকেরই অনেক ধারণা যে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে, তাতে সন্দেহ নাই। লোকের দৃঢ় সিদ্ধান্ত মেয়েদের কাজ সাজপোষাক নিয়ে জল্পনা...অবশ্য কথাটা সাধারণতঃ যে বেঠিক তা নয়। বেশির ভাগ মেয়েরা অতি তরলমতি,

অন্তত বাহ্যত, কারণ অনেক সময়ে দেখা যায় এই যে তরলতা এর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে গুরুভার-হৃদয়, তা যেন একটা অতৃপ্ত জীবনকে ঢেকে রাখবার জন্যে পরদা। আহা! বেচারী সব! আমি ত কত জনকে জানি, কি দুঃখী না তারা।

কবি

ঠিকই বলেছ তুমি, মেয়েরা বড়ই দুঃখী, প্রায় সকলেরই অভাব আবশ্যকমত সহায়-সম্বলের, তারা যেন ভেসে-যাওয়া নৌকো, কোন বন্দর নাই তাদের, ঝড়ের সময়ে যেখানে গিয়ে আশ্রয় নেবে। অধিকাংশ মেয়েরাই সে রকম শিক্ষা পায় না যাতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

"সে"

সত্যি তাই। তা ছাড়া, যারা সবচেয়ে শক্তসমর্থ তাদেরও মধ্যে নারী-সুলভ একটা গভীর প্রয়োজন রয়েছে—সে নারী চায় এমন আশ্রয় যা প্রীতি দিয়ে তাকে ধরে রাখে, সে যাকে সর্ব্বশক্তিমান মনে করে এমন কিছু তার দিকে যেন আনত হয়ে থাকে মাধুর্য্যের সঞ্জীবনী দিয়ে তাকে আবেষ্টন করে। প্রেমের মধ্যে এই তার কাম্য, ভাগ্যক্রমে এ জিনিষ যদি তার জুটে যায়, তবে তাতেই সে পায় জীবনে আস্থা, খোলে তার আশার দুয়ার সব। তা যদি না পায়, জীবন তার তবে হয়ে পড়ে উষর মরু। হৃদয়কে তা দগ্ধ করে, শুষ্ক করে তোলে।

ভাবী কালে

কবি

বাঃ, কি সুন্দর করেই না তুমি বল এসব কথা, মনে হয় তুমি নিজে অন্তর দিয়ে গভীরভাবে অনুভব করেছ। কথাগুলি লিখে রাখি। আমার আগামী বইখানা হল মেয়েদের কি শিক্ষা দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে, তাতে ব্যবহার করতে পারব। যাক, এখন তবে কাজে লেগে যাই।

"সে"

আচ্ছা বেশ, আসি তাহলে (বই নিয়ে বের হয়ে গেল)

কবি

টেবিলের ধারে বসে, দেখল সব তৈরী তার কাজের জন্যে

চিরকাল সমানে সেই সজাগ সহৃদয় সেবাপরায়ণতা। ব্যবস্থাসৌষ্ঠবের আন্তরিকতায় এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি নাই কখন। ওর দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি মনে হয় দেখছি যেন একটা জ্যোতি, চারদিকে এতখানি বুদ্ধির প্রভা আর হৃদয়ের আভা ছড়িয়ে চলে, যারাই আশেপাশে সকলের উপর ঢেলে দেয়, তাদের নিয়ে চলে উর্দ্ধ্বতর ক্ষেত্রান্তরে। দূর হতে আমি তার প্রশংসা করি, গভীর শ্রদ্ধা তার উপর আমার...কিন্তু এ সব ত আর প্রেম নয়...প্রেম! সে ত স্বপ্ন! কখন বাস্তব হবে কি?

গান শোনা গেল, অপরূপ কণ্ঠে গীত। কবি হঠাৎ উঠে এসে দাঁড়াল খোলা জানালার পাশে

কি অপরূপ কণ্ঠ!

নিঃশব্দে শুনতে লাগল সুরের শেষ রেশ অবধি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেবিলের দিকে অগ্রসর হতেই শুনলো দরজায় ঘা।

ঐ যে, কে ও!

দরজা খুলতে যেই যাবে, চিত্রকরেব প্রবেশ

কবি

এ কি! তুমি! স্বাগতং, বন্ধু—এদিকে কি মনে করে?

চিত্রকর

কিছু বলবার ছিল তোমাকে, তা তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তিনি বললেন তুমি তোমার "গুহার" মধ্যে আছ, তাই এসে পড়েছি।

কবি

উত্তম করেছ—প্রবেশ কর তাহলে আমার "গুহাভ্যন্তরে" এবং বল তোমার কথা—আমায় আর উৎকন্ঠায় না রেখে। ছবির ব্যাপার কিছু?

চিত্রকর

না, ছবির ব্যাপার চলছে বেশ, সে-কথা বলব আর এক দিন... আজকার বিষয় হল সঙ্গীত। (কবি সোৎকর্ণে) কাল এক বন্ধুর

ভাবী কালে

বাড়ীতে সান্ধ্যসভায় সত্যকার এক গুণীর অর্থাৎ গুণিনীর গান শুনলাম —সে নাকি তোমার প্রতিবেশিনী (কবির অঙ্গভঙ্গিতে বিস্ময় ও উৎসাহ প্রকাশ) তুমি চেন তাঁকে?

কবি

না, তবে তাঁকে গাইতে প্রায়ই শুনেছি এখান থেকে। কি চমৎকার গলা, আমার অন্তরের সকল তন্ত্রী ঝংকার দিয়ে ওঠে তাতে। প্রথম থেকেই যে মুহূর্ত্তে সে স্বর আমার কানে পৌঁছেছে, তাকে কত পরিচিত বলে মনে হয়েছে যেন কোন এক দূর অতীতের প্রতিধ্বনি। গত প্রায় ছ'মাস ধরে আমি শুনছি এই কণ্ঠ—আমার লেখার কাজের সঙ্গে সঙ্গৎ দিয়ে তা চলেছে যেন। কতবার ইচ্ছা হয়েছে এমন অপরূপ যন্ত্রখানির অধিকারিণী যে তার পরিচয় গ্রহণ করি।

চিত্রকর

আশ্চর্য্য যোগাযোগ। কালই এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হল —ভারী মধুর স্বভাবের মানুষটি। দুজনে বসে অনেক আলাপ-আলোচনা করলেম—প্রসঙ্গত উনি বললেন তোমার কবিতা ওঁর কত ভাল লাগে —মনে হল পড়েছেনও সে-সব খুব আগ্রহের সঙ্গে। আরো বললেন, উনি একেবারে একা, কেউ নেই ওঁর, নিজের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে চলতে হবে, জীবনের পথ কঠিন, সহজে পার হওয়া যায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওঁর স্বপ্ন কোন সঙ্গতে গান গাওয়া। শুনে তখুনি তোমার কথা আমার মনে এল, তোমার ত এদিক দিয়ে অনেক

জানাশুনা আছে। তোমার উদারতাও প্রসিদ্ধ, তাই আমি প্রস্তাব করলেম ওঁর বিষয় তোমাকে আমি বলব, জিজ্ঞাসা করব তুমি ওঁকে কোন বড় গায়ক কি সঙ্গীত-রচকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবে কি না। তাই তোমার কাছে চলে এলাম।

কবি

খাসা করেছ। অতি সানন্দে আমি কিছু ব্যবস্থা করতে লেগে যাব। ঠিক কি করতে চাও তোমরা দুজনে এখন?

চিত্রকর

আমরা ঠিক করি, তুমি যদি রাজি হও কাজটা করতে, তবে ওঁকে ডেকে নিয়ে আসব এক্ষুনি—দূরে ত আর নয়—তোমাদের দুজনার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে।

কবি

চমৎকার। যাও তবে, ডেকে নিয়ে এস, আমি অপেক্ষা করছি।

চিত্রকর বের হয়ে গেল

চঞ্চলভাবে এধার ওধার পায়চারি করতে করতে

আশ্চর্য্য!...আশ্চর্য্য!.. আকস্মিক বলে কিছু নেই। সব জিনিষেরই কারণ আছে, তবে সে কারণটা আমাদের শাসনের বাইরে ..অন্তরের মিল অনেক কিছু ঘটাতে পারে—না বলবে কে?...আমার বড়

ভাবী কালে

কৌতূহল হয়েছে জানতে, যন্ত্রটির স্বর যেমন, যন্ত্র নিজেও তেমনি সমান সুন্দর কি না। ঐ যে!

দরজা ভেজান ছিল, বাইরে থেকে ঠেলে খোলা হল

বাঃ কি সুন্দর

ওঃ, কি রূপ।

গায়িকার প্রবেশ, পিছনে চিত্রকর

চিত্রকর

আসুন, এই যে আমার স্বনামধন্য কবি বন্ধু, যার এত প্রশংসা আপনি করেন।

কবি

আসুন, আমি বড়ই খুসী আপনার সঙ্গে পরিচয় করে। এখন তবে আমার সুযোগ হল আপনাকে বলতে আপনার কণ্ঠ কত সুন্দর লাগে আমার, কি নিপুণভাবে তৈরী করেছেন তাকে।

গায়িকা

আপনি খুবই মহানুভব, ধন্যবাদ আপনাকে। তবে আমায় মাফ করবেন নিশ্চয়, এ রকম বিনা আদব-কায়দায় আপনার কাছে এসে পড়েছি বলে। কিন্তু আমরা কি পাশাপাশি বাড়ীর মানুষ নই? আপনার সঙ্গে পবিচয় হবার বহু আগে থেকেই আপনাকে জানি আমি। প্রায়ই দেখেছি যখনি আমি গান করি আপনি জানলায় এসে

দাঁড়ান শুনবার জন্যে। প্রথম-প্রথম আমার আদৌ ভাল লাগত না আপনি যখন বাহবা দিতেন, আমার মনে হত আপনি আমায় নিয়ে তামাসা করেন।

কবি

সে কি কথা! এ ত শুধু আপনাকে বোঝাতে চেয়েছি আমি কতখানি আপনার গুণমুগ্ধ, আপনার গানে যে বিশুদ্ধ আনন্দ দেয় তার জন্যে কত কৃতজ্ঞ আমি।

চিত্রকর

আমার কাজ শেষ হল, এখন তবে আমার ছুটি। এক ছবির ব্যাপারীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। আরে বদমাস ব্যাটা! আমাকে দিয়ে যা তা জিনিষ করিয়ে নিতে চায়, বলে কি না এই হল আজকালকার রেওয়াজ...না, আমি করব লড়াই।

কবি

নিশ্চয় করবে লড়াই, নিশ্চয়, দুর্জয় সাহসে। এই যে আধুনিক রুচির অবনতি, এই যে মিথ্যার মধ্যে অধঃপতন, মনে হয় এ-যুগের প্রত্যেকের অন্তরে, মানুষের যাবতীয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে, আর তার সমর্থন করবে না।

চিত্রকর

ঠিক বলেছ ভাই। চললেম তাহলে, প্রাণে নতুন সাহস নিয়ে—বল, সত্যের জয়··· আসি তবে।

ভাবী কালে

কবি

এস এখন।

গায়িকা

নমস্কার।

কবি

(সোফাটি দেখিয়ে) বসুন তবে অনুগ্রহ করে।

গায়িকা

(বসে) তা হলে আপনি রাজি ? আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন, আমার গানের ব্যবস্থাও করবেন ?

কবি

নিশ্চয়। একজন বিখ্যাত ওস্তাদ আমার বিশেষ বন্ধু—আর আপনার মত গুণী যে তার পক্ষে সব রাস্তা খোলা।

গায়িকা

কি উপকারই করবেন তাহলে। ধন্যবাদ আপনাকে।

কবি

না, না, ধন্যবাদের আর দরকার নেই (পাশে এসে বসল)। জানতেন যদি, কি আনন্দ না দিয়েছেন আপনি আমাকে। জানতেন

যদি আপনার এমন দরদী কণ্ঠের সুর আমার রোজকার কাজে কি উৎসাহই না দেয়। সুন্দর মধুর কয়েকটি ঘণ্টার জন্যে আমিই আপনার কাছে ঋণী, আমিই কৃতজ্ঞ আপনার কাছে।

গায়িকা

— আপনি মহানুভব তাই অমন বলছেন। (চারদিকে দৃষ্টিপাত করে শেষে কবির দিকে সহাস্যে তাকিয়ে) দেখুন, বড় কৌতূহলের একটা ব্যাপার। এখানে সব যেন আমার পরিচিত, হয়ত জিনিষগুলি ততখানি নয়, যতখানি সে-সব ঘিরে রয়েছে যে বাতাস, যে আবহাওয়া। আমার বেয়াদবি মাফ করবেন, আমার মনে হয় আমি যেন রয়েছি নিজের ঘরে। মনে হয় এখানে যেন রয়েছি চিরকাল ধরে। কেমন বোধ করি সব রকম সৌভাগ্য এখন থেকে আমার ঘটিবে।

কবি

তাতে আমিই খুসী হব সর্ব্বপ্রথম।

গায়িকা

(একটু নীরব থেকে) আপনাকে তা হলে বলি একটা অদ্ভুত ব্যাপার। প্রায় মাস ছয়েক আগে, আমার মায়ের মৃত্যুর পর, আমি যখন প্রথম এই সহরে এসে স্থান নিলেম উপার্জনের আশায়, তখন কয়েকখানা বাড়ীর মধ্যে আমাকে পছন্দ করতে হয়, সুবিধা অসুবিধা প্রত্যেকখানিতেই ছিল। তবে এই ঘর ক'খানি নিয়েছি অন্যান্য জায়গা

থেকে তা যে বেশি ভাল তার জন্যে নয়, কিন্তু ভিতরের কি একটা প্রেরণায় মনে হল এখানে আমি সুখী হব, শুভ ঘটনা সব আমার জন্যে অপেক্ষা করছে এখানে।...অদ্ভুত, নয় কি?

কবি

(চিন্তামগ্ন হয়ে) অদ্ভুত! হাঁ, বড় অদ্ভুত!...(স্বগত) এরই নাম কি অন্তরের সংযোগ? কে জানে?...(গায়িকার প্রতি) দেখুন, এও বেশ আশ্চর্য্যের—যেদিন থেকে রোজ আপনার কণ্ঠ শুনেছি, শান্তি তৃপ্তি কত বেশি অনুভব করেছি; আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে আমার বড় আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল।

গায়িকা

আমিও আপনাকে জানতেম কেবল লেখক হিসাবে, আপনার গুণের আমি ছিলাম অপরিসীম ভক্ত, আমার সাহসেই কুলোত না আশা করতে যে একদিন আপনার সাক্ষাৎ আমি পাব। জীবনে কত জিনিষ আছে অদ্ভুত রহস্যময়...তবে রহস্যময় হয়ত শুধু এ জন্যে যে তাদের কারণ অজ্ঞাত, নতুবা, সব জিনিষই নিশ্চয় খুব সহজ স্বাভাবিক। এই দেখুন না, এই মুহূর্ত্তে আমি নিজে অনুভব করছি একটা স্বস্তি প্রশান্তি—কত বল পেয়েছি তাতে। সত্যি আমার বড় দরকার বলের, সাহসের—জানতেন যদি...জীবন বড় কঠোর আমার মত পিতৃমাতৃহীনের পক্ষে, যার সহায় নেই, সম্বল নেই, যাকে জীবিকা উপার্জন করতে হয় নিজে নিজে একা, কেউ নেই যে সাহায্য করে এই যুদ্ধে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে

আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তখনই বোধ হয়েছে সব বাধা বিঘ্ন এখন মুছে যাবে।

কবি

স্থির জানবেন, আপনার সাহায্যের জন্য আমার সামর্থ্যে যা সম্ভব সব করতে আমি প্রস্তুত। আপনার মত একজন গুণীর, একজন নারীর সেবা করতে পারা কর্ত্তব্য যেমন, তাতে আনন্দও তেমনি প্রচুর।

গায়িকা

(হাতে হাত দিয়ে সহজ আন্তরিকভাবে) ধন্যবাদ! আমার মনে হয় আমরা যেন এ-রকমে চিরকাল বসে রয়েছি পাশাপাশি। আমরা যেন অতি পুরাতন বন্ধু...নয় কি, আমরা বন্ধু দুজনে?

কবি

(গাঢ়স্বরে) হ্যঁা, বন্ধু আমরা।

গায়িকা

আমি এত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি এখানে, সভ্যতা-ভব্যতা সব ভুলে যাই। এই দেখুন না, অসভ্যতার চূড়ান্ত পরিচয় দিচ্ছি, আমার দারুণ ঘুম পাচ্ছে। বাড়ীতে কতদিন থেকে যে ভাল ঘুম হয় না, কত যে ভাবনা চিন্তা। মনে হয় অদৃশ্য শত্রু সব আমায় নজরবন্দী করেছে,

আমার অনিষ্ট করতে চায়। কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারিনে, যে বিশ্রাম আমার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন তা আর আমার ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু এখানে কি একটা জিনিষ আমি অনুভব করছি—তাতে দেয় আরাম, দেয় শক্তি। জীবন্ত আচছাদনের মত আমায় ঘিরে রয়েছে—এই যে ধীরে অনিবার্য্যভাবে ঘুম এসে আমায় অধিকার করছে...

কবি

(সস্নেহে ওর দিকে তাকিয়ে) আপনি শুয়ে পড়ুন না, গদিটার ওপরে। স্বচ্ছন্দে গা এলিয়ে দিন, ইতস্ততঃ করবেন না। এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করবেন না সভ্যতা-ভব্যতার কথা। ও সব হল বাধা, ওদের খাঁটি মূল্য কিছু নেই—মানুষ এদের গড়েছে মানুষের দুর্ভোগের জন্যে।

গায়িকা

ঘুম আমার বড় দরকার। মাথার ভিতরে কেমন যে একটা ব্যথা আছে, কিছুতে ছাড়ে না, বড় কষ্ট হয়। কি পরিশ্রমটাই না আমার করতে হয়েছে যত সত্বর সম্ভব একটা সাফল্যে পৌঁছিতে, ফলে মস্তিষ্ক আমার নিদারুণ শ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

কবি

(আবেগভরে) অনুমতি দেবেন আমায়?...আমার মনে হয় সহজেই আপনার বেদনা আমি লাঘব করতে পারব। (কপালের

উপর কয়েকবার হাত বুলিয়ে দিয়ে, মাথার উপর হাতখানি কিছুক্ষণের জন্যে রাখল। গায়িকা বিছানায় শুয়ে, মুখে তার স্বস্তির ও সুখের আভাস)

গায়িকা

এখন ভালই বোধ হচেছ, বেদনা নেই আর, কি আনন্দে আছি।

কবি

সোফার উপর ভাল করে বসল' তার কাছে গিয়ে তার হাত × নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে—স্বগতঃ

বেচারী দুঃখিনী! এত রূপ অথচ একা...

গায়িকা

(ঘুমের ঘোরে) সুন্দর। সুন্দর।

কবি

(সস্নেহে) কি সুন্দর?

গায়িকা

(পূর্ব্ববৎ ঘুমের মধ্যে) ঐ যে আপনার চারদিকে বেগুনী আলো... জীবন্ত জ্বলন্ত নীললোহিত মণি যেন...যেন রক্ষাকবচ, অব্যর্থ রক্ষাকবচ...অশুভ কিছু আর এখন আমার কাছে আসতে পারবে

না। (আনন্দোৎফুল্ল হয়ে) কি সুন্দর ঐ বেগুনী রং আপনাকে চারদিকে ঘিরে রয়েছে।

কবি

ভাল লাগছে যখন তখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকুন, কিছু আর না দেখে

গায়িকা

(দূরাগত স্বরে) হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছি, ঘুমিয়ে পড়েছি। কি শান্তি, কি শান্তি।

কবি

(সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে) ঘুমোও বাছা, ঘুমোও, ঘুমই তোমার সঞ্জীবনী। জীবন তোমার বড় কষ্টের গিয়েছে, এখন দরকার বিশ্রাম। (একটু থেমে) নাঃ, নিজেকে ঠকাবার চেষ্টায় আর লাভ কি ? আমাকে এখন স্বীকার করতেই হবে। তার কণ্ঠস্বর আমার সত্তার সকল তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করেছে যেমন, ঠিক তেমনি তার সান্নিধ্য একটা গভীর প্রশান্ত সুখে আমায় ভরে দিয়েছে। এই ত রয়েছে ঘুমিয়ে, আমার আশ্রয়তলে—এই তার প্রথম সচেতন ঘুম। আমার উপর এত নির্ভর ওর, বাধ্য হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে—সে দায়িত্ব গ্রহণ আমার পক্ষে বড়ই মধুর হত—কিন্তু আমি যাকে বিবাহ করেছি ? সে শক্তিমতী, সাহসী, জানি বহুদিন থেকেই সে বুঝতে পেরেছে তার উপর আমার

অনুরাগ সঙ্গী-সাথীর উপর স্নেহের অতিরিক্ত কিছু নয়। এতে তার তৃপ্তি হতে পারে না। প্রেমের গভীর তল তার মধ্যে নাড়া পায় নি। তবুও, তারো জন্যে আমার কিছু দায়িত্ব আছে। কেমন করে বলি তাকে আমার প্রাণ অন্যত্র বাঁধা পড়েছে। আবার কিছু ত লুকোতেও পারি নে। মিথ্যাচারই একমাত্র মহাপাপ। তাছাড়া, ওতে ফলও কিছু হবে না—তার মত মেয়েকে প্রতারণা করা যায় না। উঃ! জীবন কি কঠোর!

গায়িকা

ঘুমন্ত অবস্থায়, পাশফিবে নিজেব হাতেব মধ্যে ওর হাত ধরে রেখে

বড় সুখী আমি, বড় সুখী।

কবির জানুর উপর মাথা রাখল একান্ত নির্ভরশীল শিশুর মত।

কবি

আহা, বেচারী! কিন্তু উপায় কি এখন?

অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে চিন্তামগ্ন। গায়িকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, নড়ে-চড়ে জেগে উঠল।

গায়িকা

চারিদিক দৃষ্টিপাত করে, একটু আশ্চর্য্য হয়ে

বাঃ, ঘুমিয়ে ছিলেম যে। কিন্তু কি সুন্দর ঘুম হয়েছে, এমন সুন্দর ঘুম কখন আমার হয় নি।

ভাবী কালে

কবি

আমিও বড় সুখী।

গায়িকা

(প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে) দেখুন, ঐ যে আলোটি ছিল আপনাকে ঘিরে আর আমার উপর পর্য্যন্ত এসে পড়েছিল, তা যেমন একদিকে আমাকে রক্ষা করে রয়েছে, আর এক দিকে আমাকে শক্তি দিয়ে চলেছে—যেমন সুন্দর, তেমনি বলদায়ক। এখনো এই জাগ্রত অবস্থাতেও তাকে অনুভব করছি আমার চারদিকে।

কবি

সত্যিই আপনাকে ঘিরে রয়েছে দেখছি। রঙীন আলো আপনি কি এই প্রথম দেখছেন?

গায়িকা

না, আমার মনে হয় কারো চারদিকে আলো দেখেছি, কারো চারদিকে রঙীন কুয়াসা। কিন্তু আপনার চারদিকে দেখছি যে আলো, তেমন সুন্দর কখন আর দেখি না, তেমন অন্তরঙ্গও আর কখন বোধ হয় নি। কখন বা কারো চারদিকে রয়েছে দেখেছি কেমন যেন একটা ঘোলাটে অস্বাস্থ্যকর আবছায়া। কি তা বলুন ত?

ভাবী কালে

কবি

কথাটা স্পষ্ট করতে হলে, আমার উত্তর একটু দীর্ঘ হওয়া দরকার। যাহোক, তবুও অল্পের মধ্যে দুকথায় যথাসাধ্য আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করব। যদি আপনার ভাল না লাগে, আমায় থামিয়ে দেবেন। আমরা হলাম পাঁচমিশেলী জীব, নানাস্তর দিয়ে গড়া, এই যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা চলে—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ—বুঝতে পারছেন ত?

গায়িকা

খুব ভাল লাগছে আমার।

কবি

যে স্তর কম গাঢ় তা বেশি গাঢ় স্তরের ভিতর দিয়ে চলে যায়, যেমন ছিদ্রবহুল পাত্রের ভিতর দিয়ে জল বাষ্প হয়ে যায় সেই রকম; পার্থক্য, এই একক্ষেত্রে কিছুই নষ্ট হয় না। কথা তবে দাঁড়াল—আমাদের মধ্যে যে সূক্ষ্মতর ক্ষেত্র তা আমাদের চারদিকে একটা আবেষ্টনের মত হয়ে থাকে, এই অবেষ্টনকে আমরা বলি পরিমণ্ডল বা সূক্ষ্ম-ছায়া।

গায়িকা

আমি বেশ বুঝেছি। আপনি ভারি পরিষ্কার করে বলেছেন। কিন্তু তা হলে সূক্ষ্ম ছায়া দেখবার ক্ষমতা খুব কাজে আসতে পারে?

কবি

ঠিকই বলেছেন—খুব কাজে আসে। এখন সহজেই বুঝতে পারবেন সূক্ষ্ম-ছায়া হল আমাদের ভিতরে যা রয়েছে, আমাদের অনুভবের চিন্তার যথাযথ প্রতিবিম্ব। চিন্তা অনুভব যদি হয় স্বচ্ছন্দ প্রশান্ত, সূক্ষ্মছায়াও হবে স্বচ্ছন্দ প্রশান্ত। অনুভব যদি হয় বিক্ষুব্ধ, চিন্তা যদি হয় আবিল, সূক্ষ্মছায়া প্রকাশ করবে এই বিক্ষুব্ধতা এই আবিলতা—তা হবে কতকটা আপনি যে কারো কারো চারদিকে দেখেছেন কুয়াসা তার মত।

গায়িকা

বেশ বুঝতে পারলেম। সূক্ষ্মছায়া তা হলে গুপ্ত-রহস্য-প্রকাশক।

কবি

তাই। এই আবেষ্টনী দেখতে পায় যারা, তাদের আর প্রতারণা করা যায় না। কারো যদি খারাপ মৎলব কিছু থাকে, তবে সে যতই চেষ্টা করুক নিজেকে পরম সাধু বলে জাহির করতে, ব্যর্থ সে সব; তার সূক্ষ্মছায়াই ব্যক্ত করে দেবে তার কুচিন্তা, কু-উদ্দেশ্য।

গায়িকা

(সপ্রশংসভাবে) অপূর্ব্ব। এ জ্ঞানের ফলে পৃথিবী যে কতদিকে লাভবান হতে পারে তার ত সীমা নাই। কিন্তু আপনি কোথা থেকে

শুনেছেন এমন সুন্দর জিনিষ সব? মনে হয় না ত খুব বেশি লোক জানে এ-সব।

কবি

তা বটে, বিশেষত এই বর্ত্তমান কালে, আমাদের যুগে যখন একমাত্র যে জিনিষের কদর, তা হল সফলতা আর তাতে এনে দেয় যে স্থূল তৃপ্তি। তাহলেও এমন এক অতৃপ্তের দল আছেন যাঁদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে, তাঁদের প্রশ্ন জীবনের হেতু কি, লক্ষ্য কি? তা ছাড়া তাঁরাও আছেন যাঁরা জ্ঞানসিদ্ধ, যাঁরা আতুর মানবজাতিকে সাহায্য করতে প্রয়াসী; এঁরাই হলেন পরা-বিদ্যার রক্ষক, পুরুষানুক্রমে তা চলে এসেছে, তাকে আশ্রয় করে রয়েছে একটা সাধন-প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য হল, মানুষ সত্যসত্যই যে কি, আর কি যে করতে সক্ষম সেই চেতনা মানুষকে দেওয়া।

গায়িকা

কি অপরূপই না এ সাধনা! আমাকে একটু একটু এর কথা বলবেন? বলবেন ত? আমাদের দেখাসাক্ষাৎ প্রায়ই হবে নিশ্চয়? আমি ত মনে করতে পারি না আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে কখনো... দেখুন, আমি যখন ঘুমিয়ে আমার বোধ হল আপনিই আমার সব, আমি আপনারই হয়ে গেছি চিরকালের জন্য। আরো অনুভব করলেম এখন থেকে আপনার আশ্রয়-ছায়া আমায় নিরন্তর চিরতরে ঘিরে থাকবে। কি ভয় না আমার ছিল, মনে হত কত শত্রুর বিরুদ্ধে না আমাকে

দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু এখন আমি শান্ত স্থির আস্থাবান। এখন আমি জোর করে বলতে পারি তাদের যারা আমার অনিষ্ট চায়, "আর তোদের ভয় করি নে, এক অভয় আমায় নিরন্তর রক্ষা করে চলেছে, সে আমার নিত্যসঙ্গী"। আমি ঠিকই বলছি, নয় কি ?

কবি

নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনি ঠিকই বলেছেন।

গায়িকা

আমি বড় সুখী, আপনার সঙ্গে আমার যে দেখা হল। এতদিন ধরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছি। আচ্ছা, আপনি কি খুসী হন নি ?

কবি

খুব খুসী...এই মাত্র আপনি যখন ঘুমিয়ে আমি তখন এমন শান্তি, এমন অনাবিল সুখ অনুভব করেছি, আর কখনো তেমনটি করি নি। (ভাবাবেশে) ঠিক এইত সত্যকার ভালবাসা, আর তা হল একটা শক্তি—এই মিলনের ফলে সব রকম সম্ভাবনার হয় সিদ্ধি...কিন্তু...

গায়িকা

কিন্তু কি ? একসঙ্গে থেকে যখন আমাদের এত তৃপ্তি, তা হলে বাধা কোথায়... ?

ভাবী কালে

কবি

(হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে) অ্যাঁ, আপনি জানতেন না ? ("তাকে" দেখতে পেয়ে থামল। "সে" কিছুকাল আগে থেকেই পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল)। ওঃ!

"সে" এগিয়ে এল খুব শান্তভাবে হাসিমুখে

গায়িকা

(বিপর্য্যস্ত) আমি ত জানতেম না, আপনি বিবাহিত।

"সে"

(গায়িকার প্রতি) ব্যস্ত হবেন না ; (কবির দিকে ফিরে) তুমিও ব্যস্ত হয়ো না। হ্যাঁ, তোমাদের কথাবার্ত্তার শেষ দিক দিয়ে সবটা আমি শুনেছি। উনি যখন জেগে উঠছিলেন ঠিক তখন আমি এসে পড়ি। তোমাদের আলাপে ব্যাঘাত ঘটাব না বলে ফিরে যাচ্ছিলেম, কিন্তু মনে হল হয়ত তোমাদের কথা আমার শোনা ভাল, তাই দাঁড়ালেম। কারণ আমি স্থির জানতেম তুমি একটা কঠোর পরীক্ষার মধ্যে পড়ে যাবে। আমি জানি তুমি সত্যনিষ্ঠ অকপট, আমি বুঝতে পারলেম নিদারুণ দোটানায় তোমাকে ক্ষতবিক্ষত হতে হবে। তুমি ত জান যে-শিক্ষাকে আমরা মহাসত্য বলে গ্রহণ করেছি তাতে কি বলে: সত্যকার মিলনের একমাত্র গ্রন্থি হল প্রেম। যে ধরণের মিলনই হোক না তাতে যদি প্রেম না থাকে তবে তা নিরর্থক। অবশ্য এমন মিলন আছে বটে যেখানে প্রেম নেই, যার প্রতিষ্ঠা হল পরস্পরের উপর শ্রদ্ধা,

পরস্পরের জন্যে যথাসম্ভব স্বার্থত্যাগ। এরকম মিলন নিয়ে জীবন চলে যায় বেশ, কিন্তু আমি বলব প্রেমের উদয় যদি একবার হয়, আর-সব জিনিষ তার জন্যে স্থান করে দিতে বাধ্য। তোমার নিশ্চয় স্মরণে আছে আমরা পরস্পরের কাছে যে সত্য করেছি। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই কথায়—আমাদের মধ্যে যার জাগবে সত্যকার প্রেম, সেই মুহূর্ত্তে সে এই বিবাহবন্ধন থেকে মুক্ত। এই জন্যেই তোমাদের আলাপ আমি শুনেছি, আর এসেছি এই কথা বলতে—তুমি মুক্ত, এখন তবে হও সুখী।

কবি

(আবেগভরে) কিন্তু তুমি, তুমি ? আমি জানি তুমি সর্ব্বদা রয়েছ তোমার চেতনার তুঙ্গ শিখরে, বিশুদ্ধ নির্ম্মল জ্যোতির মধ্যে। কিন্তু নিঃসঙ্গতা অনেক সময়ে বড় কঠোর বোধ হয়, দিন সব হয় ভারি, বিষাদগ্রস্ত।

"সে"

আমার কথা ? আমি কখন একলা পড়ব না। আমি ত যাচ্ছি তাদের কাছে যাদের কল্যাণে আমরা পথ পেয়েছি, যারা সনাতন জ্ঞানকে রক্ষা করে এসেছে, যারা দূরে থেকে আজ অবধি আমাদের চালিয়ে নিয়ে এসেছে। তারা নিশ্চয় আমায় আশ্রয় দেবে। (গায়িকার দিকে ফিরে, তার হাতখানি হাতের মধ্যে নিয়ে) এস, ভাবনা করো না। হৃদয়বান যে, সত্যনিষ্ঠ যে, সে মেয়ের ত অধিকারই এই—স্বেচ্ছায়

স্বাধীনভাবে সে বরণ করবে সেই পুরুষকে যে হবে তার জীবনের আশ্রয় ও দিশারী। তুমি প্রকৃতির বিধান অনুসরণেই কাজ করেছ—কোথাও দোষ নেই কিছু তোমার। হয়ত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কর্ম্মপদ্ধতি তোমার কাছে কিছু আশ্চর্য্যের বোধ হবে—তোমার পক্ষে তা নতুন, তার হেতুও তুমি জান না। (কবিকে দেখিয়ে) উনি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবেন। তা হলে আমি এখন বিদায় নি। কিন্তু তার আগে, এস তোমরা, তোমাদের হাত দুখানি এক করে দি (গায়িকার হাতখানি কবির হাতের মধ্যে রেখে)। প্রেমের আশীর্ব্বাদের চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আর নেই—সেই সঙ্গে আমার আশীষও রইল, কারণ আমি জানি তা তোমাদের মধুর লাগবে। আর একটি কথা আমায় বলতে দাও—একটু সৎপরামর্শ, আমার অনুনয়ই বলতে পার। তোমাদের মিলন যেন প্রাকৃত ক্ষুধা, ইন্দ্রিয়ের লালসা তৃপ্ত করবার ছল মাত্র না হয়। বরং এ মিলন যেন তোমাদের হয় পরস্পরকে সাহায্য করবার উপায়, যাতে তোমরা আত্মজয় করতে পার, নিরন্তর একটা আস্পৃহা নিয়ে, ক্রমোন্নতির চেষ্টা নিয়ে চলতে পার তোমাদের চরমোৎকর্ষের দিকে। তোমাদের পরস্পরের সাহচর্য্য হয় যেন মহৎ, হয় যেন উদার—মহৎ তার গুণের দিক দিয়ে, উদার তার কর্ম্মের দিক দিয়ে। জগতের মধ্যে তোমরা হবে আদর্শ, যাদের আছে সৎসঙ্কল্প তোমাদের উদাহরণ দিয়ে দেখাও তাদের—মানবজীবনের সত্যকার লক্ষ্য কি।

গায়িকা

(আবেগভরে) আপনি নিশ্চয় জানবেন, আমাদের উপর আপনার

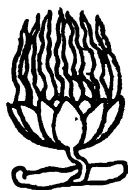
ভাবী কালে

যে এতখানি বিশ্বাস তার মর্য্যাদা রাখতে, আমাদের উপর আপনার শ্রদ্ধাকে অমলিন রাখতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু আমি একটু শুনতে চাই আপনার নিজের মুখ থেকে, এ বাড়ীতে আমার প্রবেশ আর তার পরের ঘটনাবলী আপনার পক্ষে কোন চিরন্তন ক্ষতির কারণ হয় নি ত।

"সে"

কোন ভয় নেই। এখন আমি নিশ্চিত জেনেছি আর কোন প্রেম আমার জীবনে তৃপ্তি দিতে পারে না, সে-তৃপ্তি দিতে পারে এক ভগবৎপ্রেম। এক ভগবৎপ্রেম, ভাগবত প্রেম শুধু মানুষকে কখন নিরাশ করে না। একদিন হয়ত সে সুযোগ আসবে, প্রয়োজনমত সে সাহায্যও মিলবে যার কল্যাণে দেখা দেবে সেই পরম সিদ্ধি, সেই রূপান্তর, স্থূলের সেই দিব্যভাবলাভ যার ফলে জগৎ হয়ে উঠবে পুণ্যস্থান, গড়ে উঠবে কেবলি ছন্দে, আলোয়, শান্তিতে, সৌন্দর্য্যে।

গায়িকা ভাবে অভিভূত হয়ে নীরব—জোড়হাতে, যেন প্রার্থনায় মগ্ন। কবি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে নত হয়ে "তার" হাত ধরে তাকে নিজের মাথা ছোঁয়াল—সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পতন।



মূল্য ৶০ আনা